যুগান্তর

তারিখ 01 MAY 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

রাবিতে সাড়ে চার বছরে দু'ডজন নেতাকর্মীর রগ কেটেছে শিবির

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে শিক্ষার্থীরা

জিয়াউদ্দিন গনি সেলিম, *রাজশাহী ব্যুরো*

হত্যা, রগ কেটে পঙ্গু করে দেয়া, চোখ উপড়ে ফেলা — এ ধরনের নৃশংসতার মধ্য দিয়ে আশির দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের আবির্ভাব। মাঝে কিছুদিন বিরতি দিয়ে ২০১০ সালের শুরু থেকে আবারও পুরনো রূপে ফিরে যায় ক্যাডারভিত্তিক এ সংগঠনটি। একের পর এক হামলা চালিয়ে সাড়ে চার বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দুই ডজন নেতাকর্মীর রগ কেটে দেয় শিবির ক্যাডাররা। যাদের প্রায় সবাই এখন পঙ্গু হয়ে দুঃসহ জীবনযাপন করছেন। এদিকে ক্যাম্পাসে হত্যা, ছিনতাই ও শ্লীলতাহানির মতো ঘটনার কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন শিক্ষার্থীরা।

মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক আবদুল্লাহেল মাসুদের ডান পায়ের গোড়ালি কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেয় মুখোশধারী 'শিবির' ক্যাডাররা। এ সময় তার সঙ্গে থাকা ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রবৃত্তিবিষয়ক সম্পাদক টগর মোহাম্মদ সালেহের হাত-পায়ের রগও কেটে দেয় তারা।

২০১০ সালে বর্তমান আওয়ামী লীগের অধীনে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই শিবির নৃশংসতম হামলা চালায় ওই বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি রাতে। রাতভর তারা ছেলেদের সবক'টি আবাসিক হলে একযোগে হামলা চালায়। তারা শাহ মখদুম হল শাখা ছাত্রলীগের তৎকালীন নেতা ফারুক হোসেনকে কুপিয়ে হত্যা করে ম্যানহোলে ফেলে রাখে। এদিন রগ কেটে দেয়া হয় বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর। তাদের মধ্যে অন্যতম সেই সময়কার ছাত্রলীগ কর্মী সাইফুর রহমান বাদশা, ফিরোজ মাহমুদ, আরিফুজ্জামান ও মুহিদুল ইসলাম। শিবিরের বর্বরতার শিকার হয়ে এখনও তারা স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে আসতে পারেননি।

এরপর ২০১২ সালের ২১ নভেম্বর চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তৎকালীন, সহ-সভাপতি (বর্তমানে কেন্দ্রীয় সদস্য) আখেরুজ্জামান তাকিমের বাম পা ও হাতের রগ কেটে দেয় শিবির। একই বছরের ১১ অক্টোবর ছাত্রলীগ কর্মী ইমরান হোসেন এবং ২৪ অক্টোবর ছাত্রলীগ নেতা মাহবুব আলম রতনকে কুপিয়ে রগ কেটে দেয় শিবির। ২০১৩ সালের ১৭ মার্চ রাতে ৩০ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলামের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার হাত-পায়ের রগ কেটে দেয় শিবির কর্মীরা। ওই সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগের সদস্য মাইনুল হোসেন ও ৩০ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি রুহুল আমিনকে কুপিয়ে জখম করা হয়। একই বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী মেহেরচণ্ডী এলাকায় চোরাগোপ্তা হামলার শিকার হন জেলা ছাত্রলীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব। হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার বাম পায়ের ও ডান হাতের রগ কেটে দেয়। ২৩ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম তৌহিদ আল হোসেন তুহিনের পায়ের হাত ও পায়ের রগ কেটে দেয় শিবির।